

## মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নম্বরঃ ১৩০২

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩৭. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - রমায়ান মাসের ক্বিয়াম (তারাবীহ সালাত)

আরবী

وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِأَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً فَكَانَ الْقَارِيُّ يُفْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ. رَوَاهُ مَالِكٌ

বাংলা

১৩০২-[৮] সাইব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ দারী-কে আদেশ করলেন যেন তারা লোকেদেরকে নিয়ে রমায়ান মাসের রাতের এগার রাক্'আত তারাবীহের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করে। এ সময় ইমাম তারাবীহের সালাতে এ সূরাগুলো পড়তেন। যে সূরার প্রত্যেকটিতে একশতের বেশী আয়াত ছিল। বস্তুতঃ ক্বিয়াম (কিয়াম) বেশী লম্বা হওয়ার কারণে আমরা আমাদের লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে ফাজরের (ফজরের) নিকটবর্তী সময়ে সালাত শেষ করতাম। (মালিক)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মালিক ২৫৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (أَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً) এটি একটি বক্তব্য যে, 'উমার (রাঃ) ক্বিয়ামে রমায়ানের উপর মানুষ একত্রিত করেছিলেন এবং তাদেরকে বিতরসহ এগার রাক্'আত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার যামানায় সাহাবী এ তাবি'ঈনগণ পূর্বে আলোচিত 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস অনুপাতে এগার রাক্'আত তারাবীহের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করতেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমায়ান কিংবা অন্য মাসে এগার রাক্'আতের বেশী রাতের সালাত আদায় করতেন না এবং জাবির (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে রমায়ান মাসে আট রাক্'আত (সালাতুল লায়ল) আদায় করতেন।

আল্লামা ‘আয়নী (রহঃ) ‘শারহুল বুখারী’ গ্রন্থের ১১ খন্ডের ১২৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, রমায়ানের ক্বিয়াম (কিয়াম) বা তারাবীহ মুস্তাহাব, রাক্‘আত সংখ্যা সম্পর্কে ‘উলামাদের মাঝে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে।

(১) কেউ বলেছেন তারাবীহের রাক্‘আত সংখ্যা ৪১ রাক্‘আত, আল্লামা ‘আয়নী (রহঃ) বলেনঃ ইবনু ‘আবদুল বার আল ইস্তিযকার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) ৪০ রাক্‘আত তারাবীহ ও ৭ রাক্‘আত বিতর পড়তেন,

(২) কারো কারো মতে ক্বিয়ামে রমায়ান ৩৮ রাক্‘আত,

(৩) কারো কারো মতে ৩৬ রাক্‘আত,

(৪) কারো মতে ৩৪ রাক্‘আত,

(৫) কারো মতে ২৮ রাক্‘আত,

(৬) কারো মতে ২৪ রাক্‘আত,

(৭) কারো মতে ২০ রাক্‘আত, ইমাম আত্ তিরমিযী অধিকাংশ বিদ্বানদের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই হানাফীদের কথা,

(৮) কারো মতে ক্বিয়ামে রমায়ান বা তারাবীহের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) বিতরসহ এগারো রাক্‘আত এবং এ মতই ইমাম মালিক (রহঃ) তার নিজের জন্য পছন্দ করেছেন, ইবনু আরাবী ও এ মতকেই পছন্দ করেছেন। আল্লামা সুযূতী (রহঃ) তার ‘আল মাসাবীহ ফী সালাতিত্ তারাবীহ’ নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) বলেনঃ আমাদের সাথী ইমাম মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, ‘উমার (রাঃ) ১১ রাক্‘আতের জামা‘আত চালু করেছিলেন। এটাই আমার নিকট পছন্দনীয় অভিমত এবং এটাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, বিতর সহ কি ১১ রাক্‘আত? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ! এবং তিনি বলেন যে, এই যে রাক্‘আতের আধিক্য (১১, ৩৮, ..... ) কথায় হতে বর্ণনা করা হয়েছে তা আমি জানি না।

তিরমিযীর ব্যাখ্যায় আল্লামী ‘ইরাক্কী (রহঃ) বলেন, সর্ব প্রসিদ্ধ প্রাধান্য ও পছন্দনীয় এবং দলীলগত দিক দিয়ে অধিক মজবুত মত হলো সর্বশেষ মত যা ইমাম মালিক (রহঃ) নিজের জন্য পছন্দ করছেন তা হলো ১১ রাক্‘আত এবং এটাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং সেটার প্রতি (১১ রাক্‘আত তারাবীহ) ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট মতগুলোর একটিও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং খুলাফায়ে রাশিদীনদের পক্ষ থেকে এ মর্মে বিশুদ্ধ আসারেও কোন নির্দেশ প্রমাণিত হয়নি। এরপর তিনি (ইরাক্কী) ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) ও জাবির (রাঃ)-এর ১১ রাক্‘আত সংক্রান্ত হাদীসদ্বয় উল্লেখ করেছেন।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

কতিপয় লোকদের পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে, তারাবীহের সালাত ২০ রাক্‘আতের ক্ষেত্রে ইজমা তথা

‘উলামাগণের ঐকমত্য রয়েছে এবং বিভিন্ন শহরে এটারই বাস্তবায়ন রয়েছে।

জবাবে আমাদের শাইখ আল্লামা ইরাকী (রহঃ) বলেন, কিয়ামে রমাযান বা তারাবীহ ২০ রাক্‘আত এবং তা বিভিন্ন শহরে বাস্তবায়িত হওয়ার দাবি করাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এটা কিভাবে সম্ভব? অথচ আমরা আল্লামা ‘আয়নী (রহঃ)-এর কথায় জেনেছি। এ ব্যাপারে অনেক বক্তব্য বা মতামত রয়েছে, নিশ্চয় ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন যে, এ ‘আমল অর্থাৎ ৩৮ রাক্‘আত কিয়ামে রমাযান ও এক রাক্‘আত বিতরের উপর ‘আমল শতাধিক বছর পূর্ব হতে আজ অবধি মদীনায় প্রচলিত ছিল এবং তিনি নিজ শহরের জন্য বিতর সহ ১১ রাক্‘আত মনোনীত করেছেন এবং আস্ওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ আন নাখ্‘ঈর মত শ্রেষ্ঠ ফক্বিহ, ৪০ রাক্‘আত তারাবীহ ও ৭ রাক্‘আত বিতর আদায় করেছেন, আরো অবশিষ্ট মত যা ‘আয়নী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন (৩৮, ৩৬, ৩৪, ২৮, ২৪ ..... রাক্‘আত) তাহলে ২০ রাক্‘আত কিয়ামে রমাযান বা তারাবীহের অস্তিত্ব থাকল কোথায় বিভিন্ন শহরে এর (২০ রাক্‘আত তারাবীহ) বাস্তবায়নই বা থাকল কোথায়?

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55862>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন